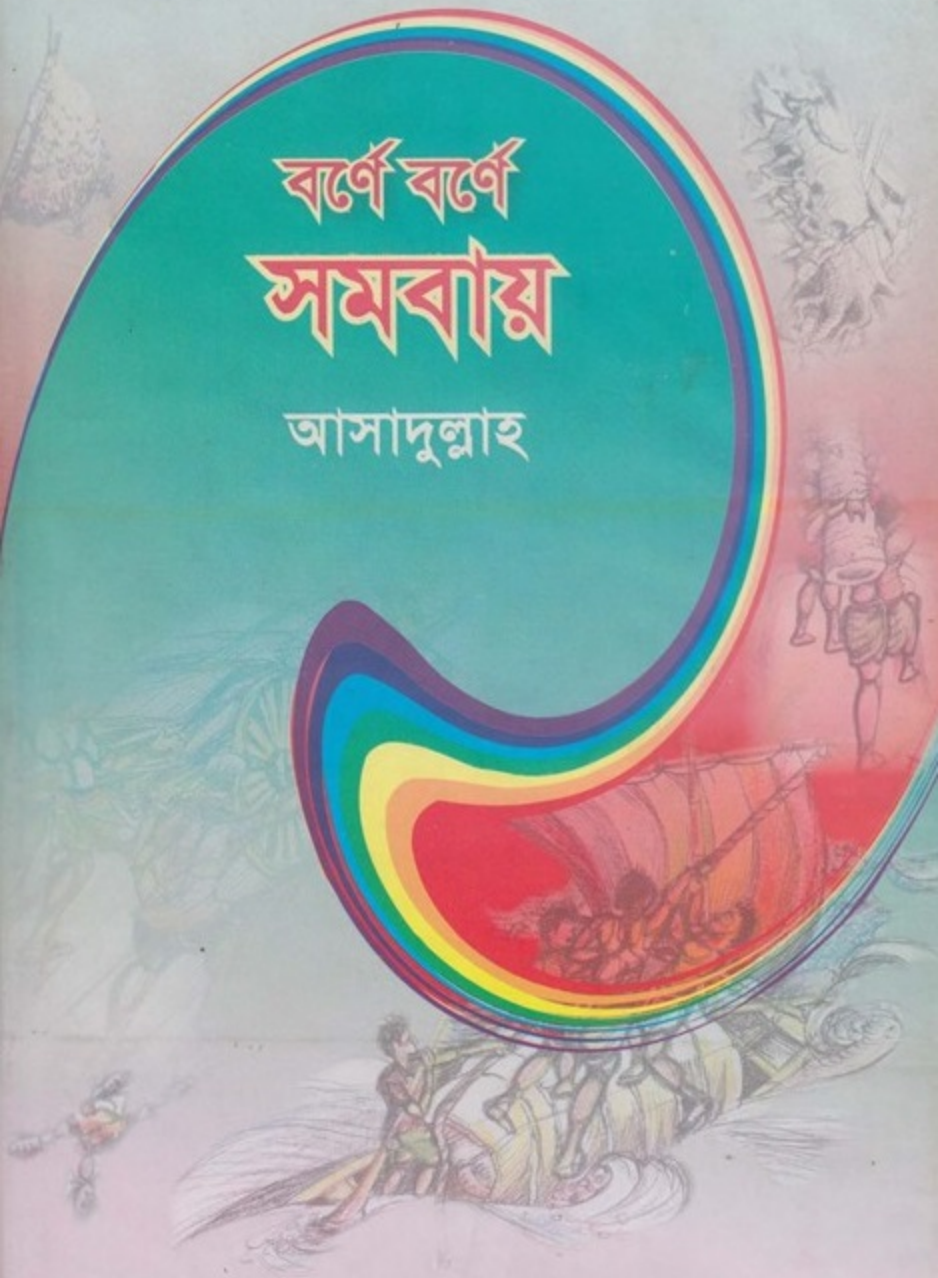


বর্ষে বর্ষে
সমবায়

আসাদুল্লাহ



বর্গে বর্গে সমবায়

আসাদুল্লাহ



Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম - ঢাকা

বর্গে বর্গে সমবায়

আসাদুল্লাহ

প্রকাশক

এস. এম. রইসউদ্দিন

পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস :

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।

ফোন : ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স : ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল

৩১ অক্টোবর/২০১১

দ্বিতীয় সংস্করণ - ডিসেম্বর/২০১২

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

পিএবিএক্স : ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

মোঃ সিরাজুল ইসলাম

ডিজাইন

মোঃ আব্দুল লতিফ

মূল্য : ৬০/- টাকা

প্রাণ্ডিহ্যান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।

Barnay Barnay Samabaya: Written by Asadullah, Published by: S.M. Raisuddin, Director Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.

Price: Tk. 60/- US\$: 3/- ISBN-984-70241-0032-0

ভূমিকা

জাতীয় প্রচারণার সৌজন্যে আমরা জানি এবং অনেকেই মানি- ‘শিশুকে হ্যাঁ বলুন’। এও জানি এবং মানি যে ‘আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ’। কবি গোলাম মোস্তফাও বলেছেন- ‘মুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে’। আসলে শিশুরাই নতুন বা পরবর্তী প্রজন্ম। তারাই জাতির আগামী দিনের ত্রাতা। দিন বদলের নওসেনা। ঘরকনো বাঙালির ঐতিহ্য মনে রেখে বলা যায়- পারিবারিক সুখ, সেতো শিশুদেরকে ঘিরেই। আমাদের স্বপ্ন, পরিকল্পনা শিশুদের কথা ভেবেই। অন্যতম মৌলিক অধিকার ‘শিক্ষা’ সব শিশুর প্রাপ্য। শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে উপযোগিতাটি, তা হচ্ছে-শিশুর মানস প্রবণতা গড়ে তোলা এবং মনের পরিপুষ্টি সাধন। শিশুকে সুনাগরিক তথা পরিপূর্ণ দক্ষ মানব শক্তি হিসেবে গড়ে তোলায় শিক্ষার বিষয়োপকরণ বহুবিধ। বুঝতে পারলে অনস্বীকার্য যে, সমবায় শিশুদের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া অত্যাবশ্যক। সমবায় শুধু ব্যবসায়িক কর্মকান্ড নয়। সততা, একতা, সমঝোতা, সেবা, সম্প্রীতি, সঞ্চয়, গণতন্ত্র প্রভৃতি মানবিক সুবৃত্তি শেখার ও চর্চা করার অন্যতম মাধ্যম সমবায়। এই বৃত্তিগুলোর অনুশীলন মানব সম্ভানকে মানুষ করে তুলে। তাই শিশুদেরকে কী ভাবে আনন্দের সাথে, হৃন্দের দোলায় সমবায়ের অনিবার্য উপযোগিতা বোঝানো যায়-সেই ভাবনা থেকেই ‘বর্ণে বর্ণে সমবায়’ রচনা করি। এ লেখাটি আসলে একটি ছড়ার মালা হলেও নিরেট ছড়াকার হিসেবে তা লিখিনি। সাহিত্যের একজন ছাত্র এবং সমবায় কর্মকর্তা হিসেবে-শিশু, সমবায় ও সমাজের প্রতি আমার ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতার কারণেই বর্ণে বর্ণে সমবায়ের ছড়া ছড়িয়ে দিলাম। আশা করি কোননা কোন অভিভাবক কুড়িয়ে পাওয়ার মতো এ ছড়ার মালা তাঁর শিশু-কিশোর সম্ভানের হাতে তুলে দেবেন।

আরেকটা কথা। এবার ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ। জাতি উদযাপন করছে স্বাধীনতার ৪০ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানাদি। এ ছাড়া সমবায় অধিদপ্তর প্রতি বছরের ন্যায় এবারও দেশব্যাপী উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপন করতে যাচ্ছে-৪০তম জাতীয় সমবায় দিবস। জাতীয় সমবায় দিবসের দশকপূর্তির মাহেন্দ্রক্ষণ তো ফিবছর আসে না। আসে দশকান্তের বছরেই। স্বাধীনতা ও জাতীয় সমবায় দিবসের চার দশকপূর্তির ২০১১ খ্রিষ্টাব্দটাকে আমি অন্য মাত্রা দিতে চাই। সেটা হলো স্বীয় চিন্তা ও শ্রমের ফসল ‘বর্ণে বর্ণে সমবায়’ ছড়াকবিতাগুলো প্রকাশ করা। আর তা স্বাধীনতার ৪০তম বর্ষেই। ৪০তম জাতীয় সমবায় দিবসের আগেই। এ উদ্যোগে ‘বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ’ এগিয়ে এসেছে। সোসাইটির কর্তৃপক্ষের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এ বইটি প্রকাশের মুখ দেখার আগে ‘সমবায়’ পত্রিকার সম্পাদক জনাব সাইফুল ইসলাম প্রাসঙ্গিক পরামর্শ দিয়েছেন। সাইফুল-আপনাকে ধন্যবাদ।


সমবায়ের মতো একটি আর্থ-সামাজিক আন্দোলনকে এককভাবে থিম হিসেবে নিয়ে ছড়াছড়ের প্রয়াস-আমার জানা মতে এই প্রথম। সমবায় চিন্তকের ভাবনায় ‘বর্ণে বর্ণে সমবায়’ দোলা দেবে-এ প্রত্যাশা করি। ‘বর্ণে বর্ণে সমবায়’ পাঠকের-বিশেষ করে সমবায়ী ভাইবোনদের ভাল লাগলে আমার শ্রম স্বার্থক হবে। জয়তু সমবায়। জয়তু সমবায়ী।

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ একটি সমবায় সমিতি- যা সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত। বাংলাদেশে সমবায় কার্যক্রমের সাথে-এর নিবিড় সম্পর্ক থাকায় সমবায় আন্দোলনকে আরো বেশী বেগবান ও গতিশীল করার প্রয়াসে জনাব আসাদুল্লাহ রচিত “বর্ণে বর্ণে সমবায়” ছড়া গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে গর্ববোধ করছি।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ বই প্রকাশের মাধ্যমে মানুষের মননশীলতাকে আরো বেশী উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। জনাব আসাদুল্লাহ দেশের মানুষকে সমবায়ের মাধ্যমে উন্নত সমাজ গড়ে তোলার যে মর্মবাণী বর্ণ ভিত্তিক ছড়ায় ছড়ায় উচ্চারণ করেছেন-তা দেশের সকল স্তরের মানুষের হাতে তুলে দেয়াটাই সোসাইটির উদ্দেশ্য।

বইটির মাধ্যমে বাংলাদেশের সকল স্তরের জনগণ সমবায়ের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হচ্ছে মর্মে তাঁদের নিকট হতে প্রচুর চাহিদা আসায় দ্বিতীয় সংস্করণ করা হলো। “দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ”- এই উক্তির বাস্তবায়নে পাঠকবৃন্দ উপকৃত হলেই সোসাইটির প্রকাশনার স্বার্থকতা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাবে।


(এস. এম. রইসউদ্দিন)

পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

স্বরবর্ণ অধ্যায়

অ

অভাবের কু-প্রভাব বহুদুরগামী,
অভাবে স্বভাব নষ্ট গুণীজনে কন;
অভাব অমিল নাশে চাই সমবায়-
মিলেমিশে সমিতির করি আয়োজন ।
অভাবে পড়লে কেউ ফিরে চায় না
গরীব হলেও জ্ঞানী মূল্য পায় না ।
সমবেত যুদ্ধ চাই দারিদ্র নির্মূলে
সমবায়ই হাতিয়ার আদি-অন্ত- কালে ।
অডিট রিপোর্টে ফুটে সমিতির চিত্র,
অডিটর-সমবায়ী হতে হয় মিত্র;
অরি নয় কভু কেউ কারো বিলক্ষণ,
সহযোগী পরস্পর জানে বিচক্ষণ ।





আ

আয় বুঝে ব্যয় করা বুদ্ধিমানের কাজ,
আইন মানে সমবায়ী সুশীল সমাজ ।
সামাজিক আন্দোলন সূষ্ঠ সমবায়
আমানত অধিকারে ভেদ ঘুচে যায় ।
আগে চাই আগ্রহ পরে সমাবেশ
একতাই আদিমধ্য একতাই শেষ ।
আহরণ করে করে ক্ষুদ্র সঞ্চয়
একদিন বড় পুঁজি হবে নিশ্চয় ।
পুঁজি মানে মূলধন কাজের কারক
কর্মীকর্তা সভ্যগণ বাহক ধারক ।

ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়-
 প্রবাদ বাক্যে বলে,
 সমবায়-সদুপায়
 ইনসাফ পেতে হলে ।
 ইষ্টসিদ্ধি-স্বচ্ছলতা সকলেই চাই,
 সমবায়ে নর নারী সব বোন ভাই ।
 ইস্ট-ওয়েস্ট বিদিত সমবায় মাধ্যম
 দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙতে উত্তম ।





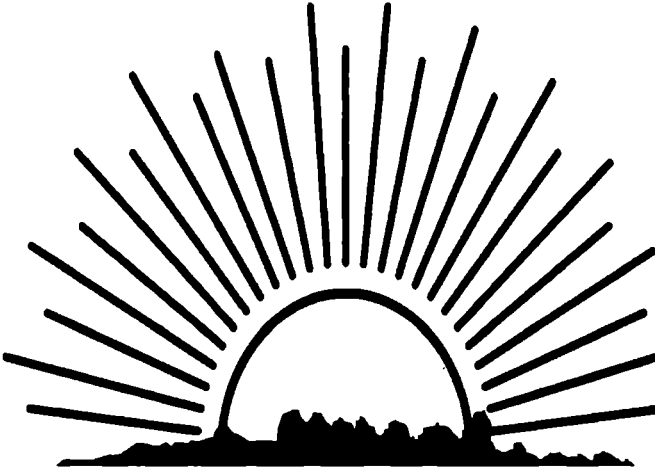
ঈ

ঈ-তে ঈর্ষা, ঈর্ষা নয় চাই ঈষিতা,
ঈষিতাতো ঈশ্বরের মহান মহিমা,
হিংসা জেদ ও জিগীষা শয়তানী কাজ,
সমবায়ে ভেদ নাই রমেশ রহিমা ।
ঈগল পাখীর মতো তীক্ষ্ণ চোখে দেখি
সমবায়ে ঐক্য শুভ নয় কিঙ্ক মেকি ।

উ

উপায়টা উপযোগী ভেবে দেখি সত্যি
তাড়াতে অভাব ক্ষুধা এবং উৎপীড়ন;
উঠান-বৈঠক আর সঞ্চয় করে জড়ো
বিনিয়োগ-ব্যবসার স্বাধীন গড়ন ।
উত্তমর্গ হতে চাই, নয় অধমর্গ
উত্তম পন্থা সমবায় নেই ধর্ম-বর্ণ ।
সমবায়ে হলে মোরা উদ্বুদ্ধ সবাই
অভাব-ভূত বলবে পালাই পালাই ।

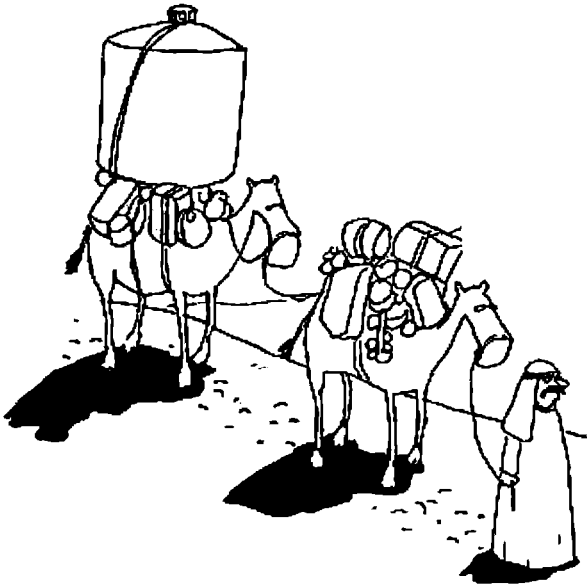




উ-তে উর্গনাভ তা মাকড়সার নাম
বাঁচাতে বাচ্চার প্রাণ দেহত্যাগ করে;
আমরাও দিতে পারি ব্যক্তিস্বার্থ বলি
সৃষ্টির সেবা-মানব গর্বে মন ভরে ।
উষার আলোর মতো মানব জীবন
সামাজিক মানবিক পরের কারণ ।
সমবায়ী কাজ করে সমিতির স্বার্থে
সেও হয় লাভবান সুবিধাভোগী অর্থে ।

খা

‘ঋণ করে খাও ঘি’- পুরোনো দর্শণ,
আধুনিক কালে কেউ ভাবেনা তেমন ।
শারীরিক রোগ শোক অসুখের মতো
মহাজনী ঋণসুদ আরেক মরণ ।
সমবায়ে কিস্তিঋণ গায়ে লাগে না
মজাটা ঋণের সুদ মূলে সুদ নয়;
নিজেরই সুদাংশ লাভের অংকে জমে
বার্ষিক লাভ ক্ষতি অডিটে নির্ণয় ।
উটের পিঠের মতো ঋণেরই বোঝা,
ঋণভারে নত মাথা হয় না সোজা ।





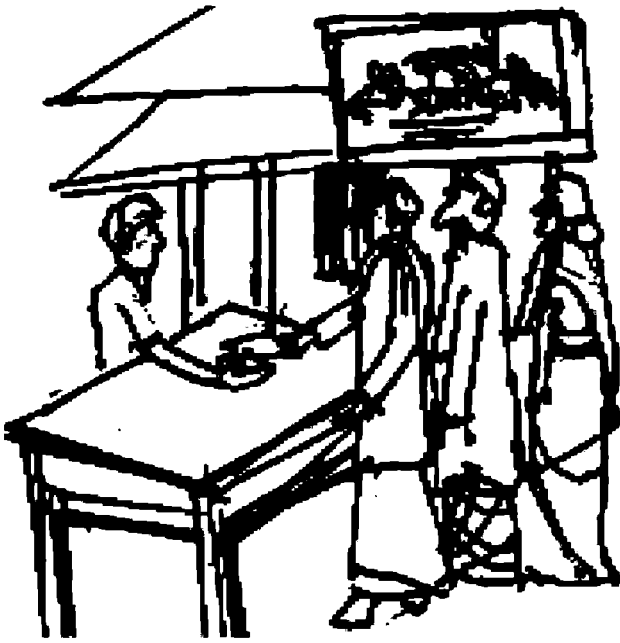
এ

এ-তে এক জানে সবে অতিক্ষুদ্র একা,
একা একা দুর্বল-সবল একতায় ।
একোদর মিলেমিশে সমাজের গর্ভে
গড়ি শক্তি সমঝোতা করে সমবায় ।
নারী নর কেউ নয় সমবায়ে একা
সবার আপন সবে নিজ মতো দেখা,
একটি বাড়ী একটি খামার একুশে ভিশন
গ্রামমুখী গণমুখী সমবায় দর্শণ ।



ঐ-তে ঐক্য আছে জানা ঐক্যই শক্তি-
ধনাদি মিলে ঐশ্বর্য সুরে ঐকতান;
স্বাতন্ত্র্যে ভাঙন আর ভাঙনে বিভক্তি,
সুপ্তশক্তি সমবায় সৃজনী বিতান ।
খোলামেলা আলোচনা এবং ঐকমত্যে
দলাদলি অতিক্রমি পৌছা যায় সত্যে ।
ঐচ্ছিক অংশগ্রহণ স্বতঃপূর্ত হলে
সমবায় কার্যক্রমে আশাফল ফলে ।
সভ্যদের ঐকবাক্য সমিতির দাবী
ঐকান্তিক সততাই সাফল্যের চাবি ।
ঐতিহ্য বিচারে দেখি গ্রামে কৃষি কাজে
ঐক্যের আসল রূপ গাঁতা-পালা সাজে ।





ও

ও-তে হয় ওয়াসিল- ঋণ পরিশোধ,
সম্বায়ে যথারীতি লেনদেন করা;
ওজর আপত্তি হয় ক্ষতির কারণ
লেনদেন রেগুলারে সমিতি সয়ম্ভরা ।
ওজনটা চাই ঠিক পণ্য ব্যবসাতে
সদাই সততা চাই ভাল সম্বায়ে ।
সততা বিনষ্ট হলে সম্বায় নষ্ট
হারালে সুনাম আস্থা আজীবন কষ্ট ।



ঔদার্য-উদারতা মুক্ত মনের ভাব,
ভাবের ঘরে চুরি হলে ছাড়েনা অভাব;
সমবায়ী হতে হলে হবে যে সরল,
ধোঁকাবাজি ছেড়ে নিবে সুশীল স্বভাব ।
ঔ-তে ঔষধ আছে সর্ব রোগে হয়তো,
অসুস্থ মনোভাবের কী ঔষধ আছে?
দেহের মতো মনেরও রয়েছে দাওয়াই-
সুকর্ম সুভাব আগে সিদ্ধি তার পাছে ।

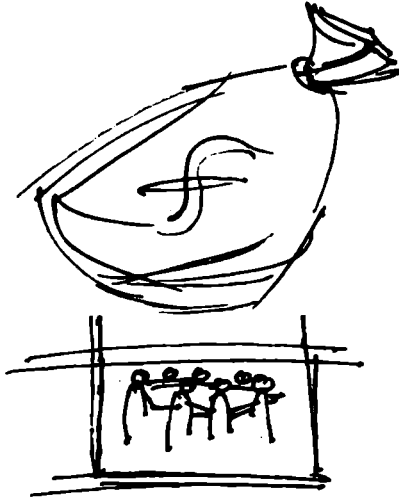


ব্যঞ্জন বর্ণ অধ্যায়

ক

ক-তে কপটতা আদৌ ভাল নয়
সমবায়ে কপটতা ক্ষতির কারণ;
ক্যাশিয়ার সমিতির হ'ন আল-আমীন
আয় ব্যয় লাভক্ষতি রাখেন বিবরণ ।

তহবিল তহরূপ ঠেকাতেই তিনি
নিরপেক্ষ ভাবে সদা হবেন নির্দিধা;
ক-য়ে কর খাজনাদি রাজস্ব ইনকাম
সমবায়ে কর রেয়াত আইনী সুবিধা ।
কোষাধ্যক্ষ পদটাতো শ্রেষ্ঠ আমানত
নিয়মিত কর্জ শোধ সেরা কসরত ।



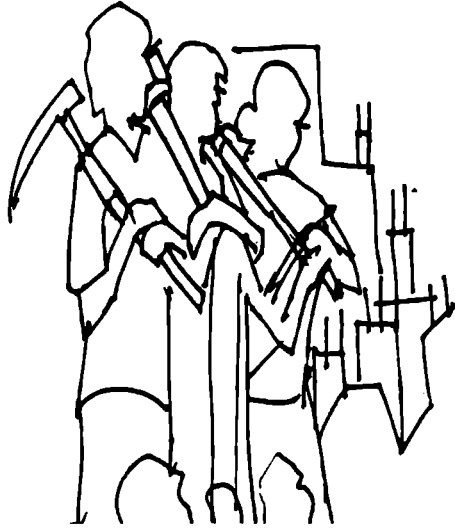


ক্ষ

ক্ষণজন্মা কবিগুরু- সমবায়ী তিনি,
নোবেল জয়ের টাকা দিয়েছেন যিনি-
সমবায়ী কৃষকের উন্নয়ন হেতু,
অভাবের নীলনদে সমবায় সেতু ।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের যোগফল মিলে
বড় বড় পুঁজি গড়ে সময়ান্ত কালে ।
ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপণ অডিট রিপোর্টে,
মতভেদে ডিসপুট সমবায় কোর্টে ।
ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ স্বপ্ন শুধু নয়
ক্ষমতার ক্ষেত্রে যদি সমবায় রয় ।

থ

আয় বুঝে ব্যয় করা আদর্শ নীতি,
আয় বৃদ্ধি পেতে হলে ব্যয় বৃদ্ধি চাই;
খাইদাই খরচাদি অবহেলার নয়
মিতব্যয় কৃচ্ছতার বিকল্প নাই।
খোলাখুলি আলোচনা স্বচ্ছতা আনে
খয়রাত নয় কারো শেয়ার সঞ্চয়;
দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র খোঁয়াড়ের ঘের
ঘের ভাংতে সমবায় হাতিয়ার নিশ্চয়।



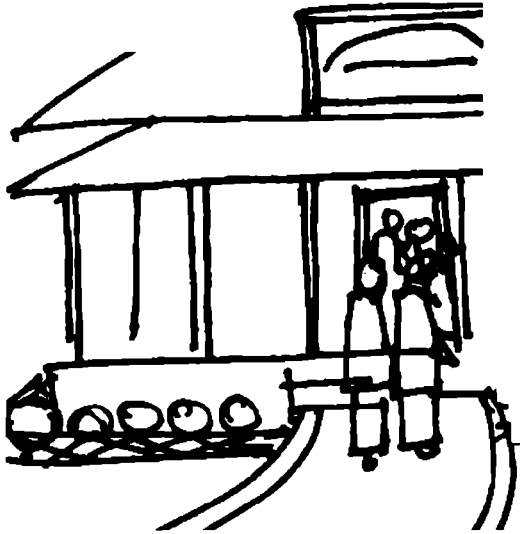


গ

গ-য়ে গণতন্ত্র জানি সেরা রাষ্ট্রনীতি
সমবায় সংগঠন গণতন্ত্র-পীঠ;
সমবায় আদালতে হয় ডিসপুট,
অযথাই মোকদ্দমা মিস কিংবা রিট ।
সমবায়জীবী কিছু নেতা নাম ধারী
যেনতেন প্রকারেণ নির্বাচন করে,
আইনের ফাঁক দিয়ে আদালতে যায়
গরিষ্ঠ সংখ্যক সভ্য গেরাকলে পড়ে ।
বাংলার প্রাণ যেমন সহস্র গেরাম
গ্রামভিত্তিক সমিতি সমবায়ে মূল,
প্রতিক্রিয়াশীল যারা সমবায়-দেবী,
গণমুখী সমবায় ওদের চক্ষুশূল ।

ঘ

ঘ-য়ে ঘর আশ্রয়ণ দিনে এবং রাতে,
সমিতির কার্যালয় খুব দরকার;
ঘড়ি ধরে অফিসটা খোলাবন্ধ হবে
লেনদেনে মুখরিত হবে বারবার ।
এতে আরো আছে মস্ত অনেক ফায়দা
হিসাবাদি লিখা হয় থাকেনাতো দোষ,
সভ্যের অভ্যেস হয় অর্থ জমা দিতে
বন্ধ হয় ধাক্কাবাজি দুর্নীতি ও ঘুষ ।
ঘটে যদি অর্থ কড়ি থাকে ঘরে ঘরে
থাকবেনা ধোকাবাজি আর পরস্পরে ।





চ

চ-য়ে চাঁদা সমবায়ে শেয়ার সঞ্চয়-
বড় পুঁজি হয় হলে-নিয়মিত জমা;
চক্রবৃদ্ধি সুদে দেয় মহাজনে ঋণ
ঘটি বেঁচে সুদ দেই পাই নাতো ক্ষমা ।
চিটিংবাজ আছে কিছু সমবায়ী নামে
লাভ বেশী দিবে বলে আমানত নেয়;
অবশেষে রাতারাতি বিদেশে পালায়
হায় হায় কোম্পানী তালাটা বুলায় ।
চাটুকারের চাটুক্তি বুঝে নিতে হবে
সমবায়ই সমাধান তাও বুঝতে হবে ।
চিল্লা চিল্লি করে নয়-ধীরস্থির ভাবে
লক্ষ্যভেদী এজিএম করে নিতে হবে ।

ছ

ছ-য়ে ছটাক, ওজনের ক্ষুদ্র পরিমাণ,
ছোকরা-ললনা বুড়ো কেউ ছোট নয়;
সমবায়ে সহযোগী সমানাধিকার,
ছলনার অধিকারী সমবায়ী নয় ।
ছন্দে ছন্দে বিরচিত মহাকাব্য কথা
সভ্যে সভ্যে সংগঠিত সমবায় গাথা ।
ছাত্র ছাত্রী নিতে পারে সমবায়ে দীক্ষা
ছোটবেলা পাবে তারা গণতন্ত্র শিক্ষা ।



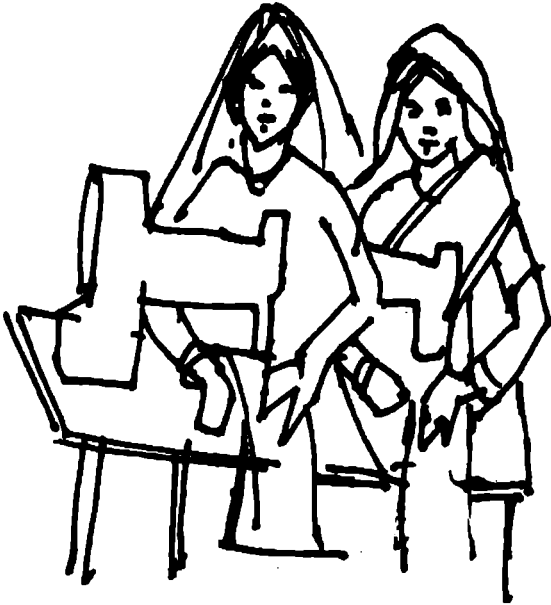


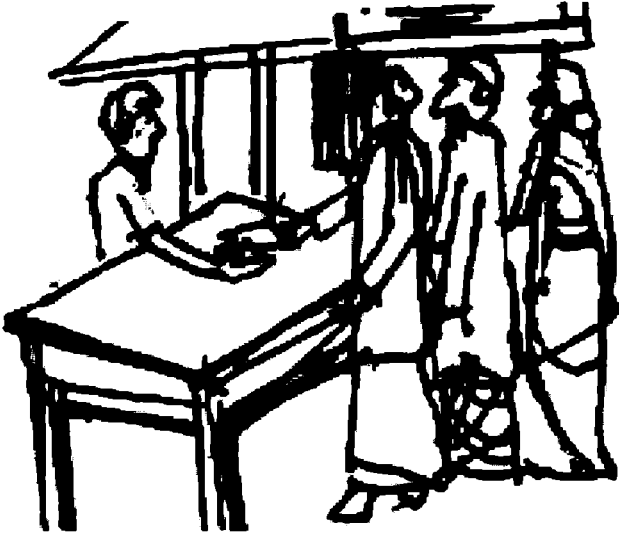
জ

জ-য়ে হয় জাগতি যা জাগরণি ভাব,
সমবায় সর্বজনীন জাগরী কারক;
জ-য়ে হয় জাবেদা, হিসাবের খাতা
সমিতির কারবারে স্বচ্ছতা-স্মারক ।
জাবেদায় চুরি নাই- সুধীর বচন,
বেহিসাবে অসম্ভব দারিদ্র্য মোচন ।
ঝঙ্কি ও ঝামেলা বাড়ে একা একা যত
যৌথশক্তি সমবায়ে ইঞ্জি কাজ তত ।
জেতার হয় সম্পর্ক সামাজিক ভাবে
উন্নয়ন অংশীদার নরনারী সবে;
সমবায়ে প্রতিষ্ঠিত সমতা ও সাম্য
নরনারী ভেদে নেই জেতার বৈষম্য ।
যে কোন কঠিন কাজ সহজেই হয়
শতবর্ষ ধরে তাই সমবায় রয় ।

ঝ

ঝ-য়ে ঝুনো দক্ষ পাকা শব্দকোষে লেখা
পেশাদার সমবায়ী ঝুনো ব্যবসায়ী;
ঘরে বসে অবসরে শিল্পকর্ম দ্বারা
উপার্জন বৃদ্ধি করে নারী সমবায়ী ।
ঝড় ঝঞ্জা ক্ষয় ক্ষতি নাই কোন ভয়
সমবায়ের সকলেই যদি এক হয় ।
ঝর্ণা ধারা বয়ে চলে মানেনাতো বাধা,
যৌথশক্তি সমবায় সেরকম বিধা ।





ট

ট-য়ে টাকা ।

বিশ্ব টাকার গোলাম- অনেকেই বলে;

মূল সত্য মনুষ্যত্ব-

দিনে দিনে বুঝে আসে সমবায়ী হলে ।

ট্রানজেকশন মানেতো টাকা লেনদেন-

সমবায় সমিতির আদত চেহারা;

নির্বাচনে টস হয় ভোট সাম্য হলে

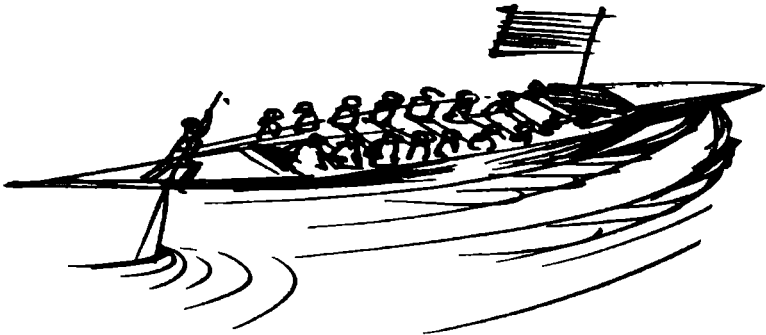
গণতন্ত্র সমঝোতা মানবতা ধারা ।

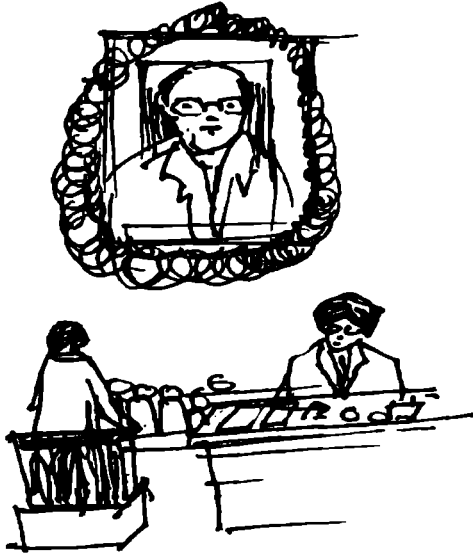
ট্রান্সপারেন্সি কথাটার অর্থ-স্বচ্ছতা

কথা কাজে নির্ভেজাল মন চাই সাদা ।



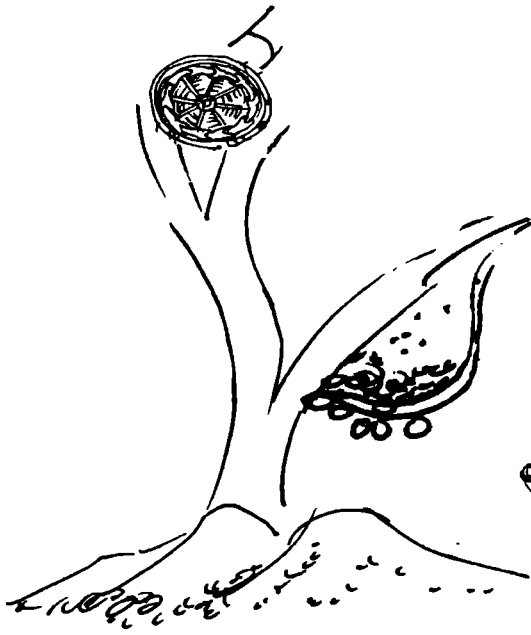
ଠ-য়ে ଠଗ, ଠଗଚାଚା ସମବାୟଜୀବୀ,
ଠଗ ଥେକେ ସାବଧାନ- ଆছে ସତର୍କତା;
ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନେ ଥେମନି କିଛି
ସୁରେ ଫିରେ ସ୍ଵାର୍ଥପର ଧଡ଼ିବାଜ ନେତା ।
ଠେକ ଦିତେ ହବେ ଯାରା ଆছে ମାମଲାବାଜ,
ଚେତନାୟ ଖୁଲତେ ହବେ ଅଞ୍ଜତା ଠୁଠି;
ଏକତା ସତତା ଯଦି ଥାକେ ଠିକଠାକ
ଅବଶ୍ୟ ନିପାତ ଯାବେ ଦୁଠ୍ଠି ଲୋକଠୁଲି ।
ଠିକା ଶ୍ରମେ ସମବାୟ ଚଳେନା ସଠିକ,
ଦଶେ ମିଲେ ଏକ ହଲେ ଶକ୍ତି ଗତି ପାୟ;
ଦଶେର ନାଠ ଦେଖିତୋ ଠୁକନାୟ ଚଳେ,
ସଭ୍ୟଗଣ ମାଠ୍ଠିମାଠ୍ଠା ନୌକା ସମବାୟ ।





ড

রচডেল পাইওনীর দিদার সমবায়-
সমবায়ে সাফল্যের ডাক দিয়ে যায়;
ডিটেলিস্টে পূর্ণতা পায় অডিটনোট,
ডিসপুট মিটমাটে সমবায় কোর্ট;
ম্যানেজিং কমিটির ডিরেক্টর যারা
শ্যাডো কেবিনেটে যেন ছায়ামন্ত্রী তারা;
নিয়মিত আমানত হলে ডিপোজিট,
বিনিয়োগ ব্যবসায় একদম হিট-
দারিদ্র ও বেকারত্ব সুদূরে পালায়
ঘরে ঘরে ভাব রয় গলায় গলায় ।



ত

ঢাক ঢাক গুড়গুড় সমবায় নয়,
খোলামেলা কথা হলে সমঝোতা হয় ।
একতা ও সততাই সমবায়ের ঢাল,
চুরি এবং সিনাজোরি কুমির আর খাল ।
টিলেঢালা তদারকী হয় না সফল,
নিবিড় নেতৃত্বে বাড়ে ঢের মনোবল ।
সঞ্চয়তো উইপোকা পুজিঁ হলো টিবি-
মৌচাক আর মৌমাছি সমবায়ের ছবি ।

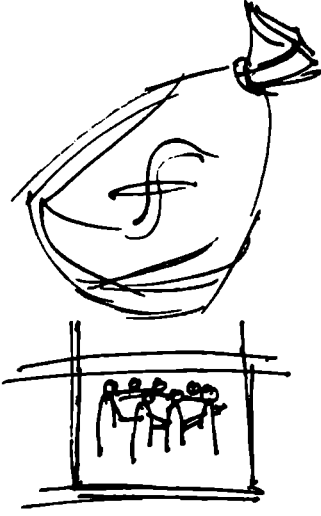
৭

গত্ববিধি বানানের বিশুদ্ধি কৌশল
অভাবের গইজলে জীবন বিফল ।
সমাজে অভাব দেখি ঘরে বিভীষণ
কষ্টে দ্বন্দ্বে ভালোবাসা করে পলায়ন ।
দুঃখ দৈন্য অনটন বৈতরণী পার-
হতে হলে প্রয়োজন তরণী মাল্লার ।



সমবায় নৌকা আর মাল্লা সভ্যগণ
ঐক্যের বন্দরে নাই শোষণ-দূষণ ।
মহাজনী নিপীড়নে ক্ষুধা চাষী কূলে
দ্রোহের আগুন জ্বলে দেয় ভূগমূলে ।
সমবেত প্রচেষ্টাই আত্মার কিরণ-
সমবায় সাফল্যের সোনালী তোরণ ।
নেতার ভাষণ বাণী স্ববিরোধী হয়
চিন্তা-শ্রম-কথা-কাজে ঘটিলে ব্যত্যয় ।
গ-ফলা গিজন্ত হয় ব্যাকরণবিধি
সাফল্যের শর্ত এ্যাস্ট-রুল মানি যদি ।

৩



তদবিরে তকদির গড়ে তোলা যায়-
ধর্মজ্ঞানী বলেছেন তত্ত্বটা নিগূঢ়,
সমবায়ে তদারকি সুনিবিড় চাই,
তা নইলে বিফলতা চূড়ন্তে বিমূঢ়।
তফসিল মোতাবেক হবে নির্বাচন,
ত্যাগ চাই মোকদ্দমা ক্ষতির কারণ;
যত আসে আসুক না লালসার চেউ-
তহবিল তহরূপ করবো না কেউ।

থ

থলা ভরা ভাত চাই গোলা ভরা ধান,
শিশুদের হাতে বই জ্ঞান শিক্ষাদান।
থলে ভরা টাকা চাই নাই টাকা নাই-
অভাবের থাবা খেয়ে হাবা হয়ে যাই;
দারিদ্র্যের সমুদ্রের নেই কোন কূল
স্বপ্নভঙ্গ বাস্তবতা ভুল সব ভুল।
জীবনটা থিয়েটার সমবায় দৃশ্য-
অভাবের থুতনিটা ভাঙি অবিশ্ম্য।



ধ

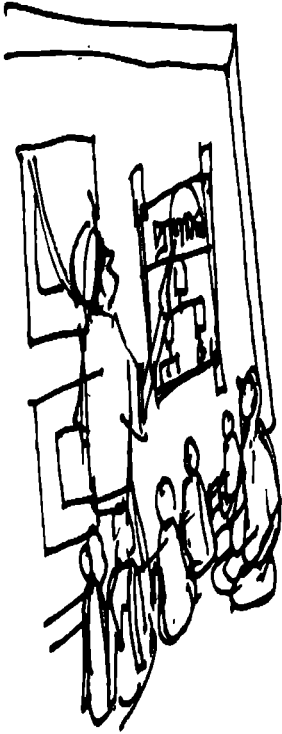
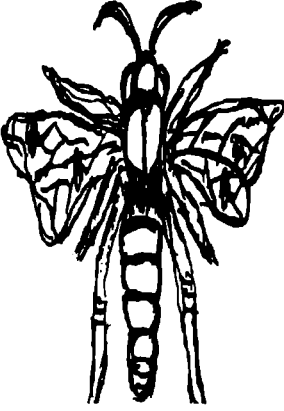
ধনী হবে আরো ধনী গরীব গরীব
এটা নয় আসমানী বিধান-শরীফ,
কর্মকর্তা সমবায়ী কিছু ধড়িবাজ
সমবায়ে অদ্যাবধি করিছে বিরাজ;
সমবায়ে ধাক্কাবাজি নিরেট হারাম
ধর্ম বর্ণ নিরপেক্ষ পথ অভিরাম ।
ধনের ভান্ডার যদি পরিপূর্ণ চাই
সবে যেন কথা কাজে এক মনে পাই ।
রাজতন্ত্র ধনতন্ত্র কতনা পদ্ধতি
চরিত্র বিচারে দেখি সমবায় ধ্রুপদী ।





ন

ক্যাশবুক বাংলা বলি-নগদান বহি,
দৈনন্দিন লেনদেন লেখা তাতে সহি;
ন'মাসে-ছ'মাসে যদি মিটিংসিটিং হয়-
জমেনা নিয়ম মতো শেয়ার-সঞ্চয় ।
নিরীক্ষা-কেবল নয় হিসাব অডিট
শুধুই সমান নয় ডেবিট ক্রেডিট;
পারফরম্যান্স অডিটও রয়েছে দাবী
কর্মকান্ড মূল্যায়ন উন্নতির চাবি ।
নরনারী সমবায়ে সমানে সমান,
নেতা-কর্মী ভেদ নাই প্রমিত বিধান ।

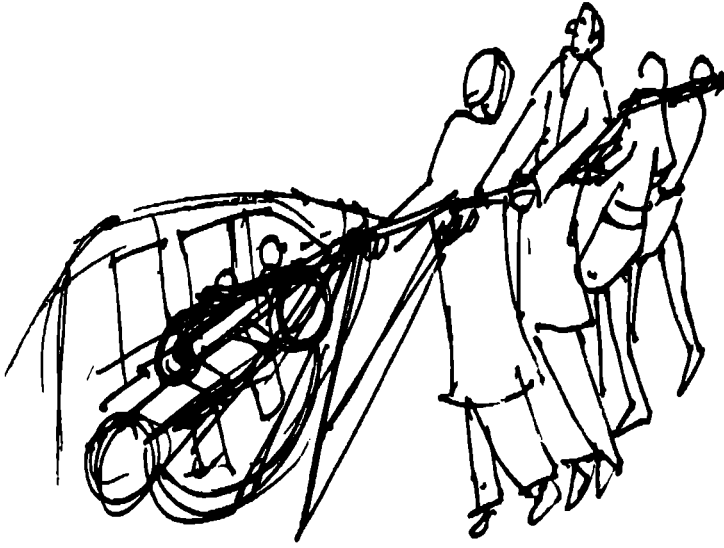


প্রচারে প্রসার বাড়ে দশ জনা বলে,
 সমবায় সম্প্রসারণ দারিদ্র নির্মূলে ।
 পথিকের পায়ে পায়ে পথ প্রাণ পায়-
 সভ্যগণ পরম্পরা দিশা সমবায় ।
 প্রকৃত পরম ধন পরিশ্রম-শ্রেণী,
 অকূল অভাবে ডুবে মাথাহীন পেট ।
 সঞ্চয় আমানতের মাসিক আদায়
 গড়ে তোলে বড় পুঁজি অভাব খেদায় ।
 টাকা শুধু পুঁজি নয় পুঁজি আরো আছে
 সততা- সুনাম পুঁজি সামাজিক কাজে ।
 দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা মানবিক পুঁজি
 নির্বাচনে তাই দক্ষ বিজ্ঞ নেতা খুঁজি ।
 দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য চাই প্রশিক্ষণ
 মানব সম্পদ হয় এতে উন্নয়ন ।
 সমবায়ে প্রশিক্ষণ অতি আবশ্যিক
 দক্ষতার কারিগর বিজ্ঞ প্রশিক্ষক ।
 ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ বিকেন্দ্রী ধরণ
 সমিতির দ্বারপ্রান্তে সেবা বিতরণ ।
 পতিত জমিন হলে সমবায়ে চাষ,
 প্রচুর ফলনে হবে সুখ বার মাস ।
 পিঁপড়ে আর মৌমাছি মিলে দলে দলে,
 সমবেত প্রচেষ্টায় ভাল থাকে ফলে ।
 পরমতে শ্রদ্ধাশীল হলে পরম্পর
 সমবায় হয়ে উঠে পরশ পাথর ।

ফ

ফড়িয়া-দালাল যত মধ্যসত্ত্বভোগী
সত্যিকার সমাবায়ী যারা তারা ত্যাগী ।
ফসলে ফলন বাড়ে সমবায়ী হলে
সাবধান হতে হয় ঋণদান কালে;
অভাবীর ফরিয়াদ শোনে-নাতো কেউ,
নেতৃত্ব নয় ফুটানি নেতা নয় ফেউ ।
ফ্যাসাদের ফলাফল সমিতিই ফেল,
ঐক্যের উদাহরণ আছে রচডেল ।





ব

বিশ্বাসেই ভগবান - গুরুমন্ত্র শুনি,
বিত্তহীনে বিত্ত দেয় সমবায়-খনি;
খনির খনন ছাড়া মিলে না রতন,
একতা ও সত্য শ্রমে সমিতি যতন ।
ব্যালেন্স শিট মানেন্তো স্থিতিপত্র হয়,
দায়দেনা পরিচিতি জানা বিনিশ্চয় ।
সমবায় আদালতে বিবাদ নিষ্পত্তি,
ডিসপুট মামলাতো বাদীর আপত্তি;
বাৎসরিক আয় ব্যয়-ভাবনা বাজেট,
ইয়ার্লি ওয়ার্ক প্ল্যান স্বপ্ন না নিরেট ।



ভলান্টারি অংশগ্রহণ সমবায় নীতি
লাভক্ষতি ভাগাভাগি শেয়ারানুপাতে;
ভুল বুঝাবুঝি হলে দলাদলি বাড়ে,
ভাল কাজে মন্দ ফলে দ্বন্দ্বিক উৎপাতে ।
ভূমিহীন মিলেমিশে হলে সমবায়ী,
দারিদ্র্য উড়াল দিয়ে হবে পরিযায়ী-
শষ্যের ভান্ডার হবে পূর্ণ ভরভর,
বাংলাদেশ ক্ষুধামুক্ত হবে স্বনির্ভর ।
সমবায়ী সমবায় হলে ভালোবাসা
ব্যক্তি এবং সমষ্টির পূর্ণ হবে আশা ।
ভালোবাসা মানুষের প্রাণের আলোক,
সমবায় সামাজিক সেবার সবক ।



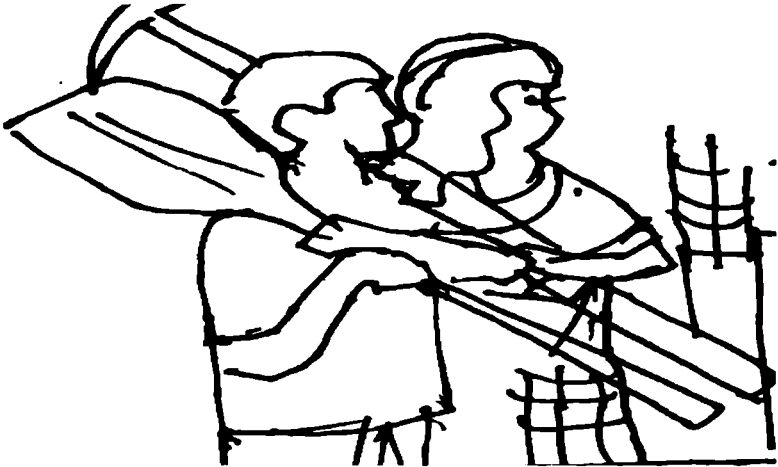


ম

মন গুণে মহাজন বলে গুণী জনে
মানুষ মানুষ হয় মনুষ্যত্ব গুণে ।
মহাজনী নিপীড়ন পাইতে নিস্তার
সমবায় সমিতির করি কারবার ।
ঐক্যের বাঁধন গড়ি প্রীতি মমতায়
সমবায়ী মিতব্যয়ী এক সমতায় ।
বিরোধ মিমাংসা হেতু ডিসপুট শ্রেয়
সমবায়ে মূলনীতি সাতটাই ধ্যেয় ।
মূলতবী সভা হয় সাতদিন পর
এজিএমে মেজর কিংবা নাই মাইনর ।
মাসিক সঞ্চয়-সভা নিয়মিত হলে
সমবায় ধনস্তুরী দারিদ্র্য নির্মূলে ।
চরিত্র বিচারে দেখি সমবায় ঠিক
লাগসই টেকসই অস্ত্র-মানবিক ।

য

সুদ ঋণ শোষকের যাঁতাকলে পিষ্ট
কৃষকেরা হয়েছিল ভিটেমাটি হারা,
লাঙল ও জোয়ালের যুঁতবাঁধা ঐক্যে
বিদ্রোহী কৃষক বলে মহাজন তাড়া ।
যুবক যুবতী মিলে যৌথ প্রচেষ্টায়
উন্নতি সোপানে যেতে পারে শেষটায় ।
জীবনের যবনিকা একক মরণ
টিকে থাকে যুথবদ্ধ সেবার শরণ ।
যতনে রতন মিলে-যথেষ্ট প্রচার
সমবায় স্বর্গসিঁড়ি-বিবেকী বিচার ।
আধুনিক মানুষেরা যাযাবর নয়
যথোচিত যুগান্তরে সমাবেত হয় ।
শোষণের যাঁতাকলে নয় পিষ্ট আর
উন্নয়নে ঐক্য-যষ্টি নজির দেদার ।





র

সোসাইটি রথ হলে সভাপতি রথী
পদের বদল ভোটে গণতন্ত্র রীতি ।
একতা ও সততার রসায়ন হলে
সমবায় কর্মকাণ্ডে কাম্য ফল ফলে ।
রাজনীতি রাজ্য রাজ্য সমবায়ে নেই
সমিতির দফা রফা হয় ভাগনেই ।
রসিদ ছাড়া আর্থিক লেনদেন নয়
ডিসপুটে রায় হবে ঠিক পরাজয় ।
সমবায় সমিতিতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্র এক
সভ্যরা রক্ষক সেনা রিপু দেয় ঠেক ।
আইন বিধিতে আছে ক্ষমতা দেওয়া
সম্পাদক সমিতির রিপোর্ট রেওয়া-
ফিবছর এজিএমে করিবে দাখিল,
সভ্যগণ দেখে নেবে মিল গরমিল ।

মহাজনী অর্থ লগ্নি লক্ষ্য লক্ষপতি
 সুদি ব্যবসা ঠেকাতে সমবায় গতি,
 লাভ ক্ষতি ব্যবসায় দু-ই বর্তমান
 দিন রাত্রি, ভাল মন্দ সমানে সমান ।
 লক্ষ্মীর ভাঁড়ার যদি চাই পূর্ণ ভরা
 মিডারশিপ উন্নয়ন বিকল্প ধারা ।
 লভ্যাংশ প্রদান হয় লাভেরি লক্ষণ
 ব্যক্তিস্বার্থে অসততা ক্ষতি বিলক্ষণ ।
 লর্ড সাহেব কার্জন সেই বড় লাট
 সমবায় ইতিহাসে ঘটনা বিরাট ।
 রচডেলে সরকারী সাহায্য ছাড়াই
 সমবায় পার হয় নানান চড়াই ।
 ভূভারতে বৃটিশেরা -ঋণদান দিল,
 তখনিতো সমবায়ে বারটা বাজালো ।
 নিজ পায়ে খাড়া হতে পারেনি সমিতি
 সমবায়ী ঋণ-লোভী আদর্শে-দুনীতি ।





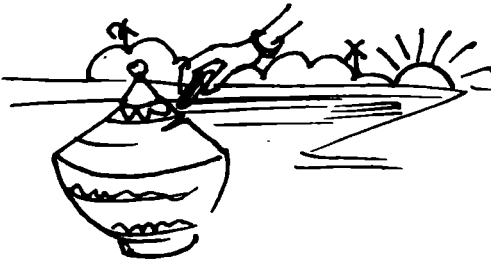
‘সমবায়ই শক্তি সমবায়ই মুক্তি’-
 চাই শুধু ভক্তি আর চাই যুক্তি ।
 অকপট আন্তরিক- তার নাম ভক্তি,
 কার্যহেতু পরম্পরা-তার নাম যুক্তি ।
 শতাব্দীর সমবায় ইতিহাসে দেখি-
 জীবন শৃঙ্খলা ভাঙে অভাব-অলক্ষ্মী ।
 শান্তি ও সুখের মূলে ঐক্যেরই শান
 সমবায়ের শরণে শোষণাবসান ।
 শেয়ার সঞ্চয় জমা হলে নিরবধি
 শ্রম পূঁজি বিনিয়োগ ঠিক হয় যদি-
 দূরে পালায় দারিদ্র সুখী হয় ঘর
 শাখার বিস্তারে দেখি শামিল শেকড় ।
 নিয়মিত ঋণ শোধ অনন্য কৌশল
 শরীকি সেবায় দেখি সমাজ সবল ।
 অনিয়মে সভাপদ বাতিল-বিধান
 নিরপেক্ষ শান্তি হয় শান্তির নিধান ।
 সাগরের শব্দ শুনি হাতে নিলে শঙ্খ
 শান্তি ও মানবতার সমবায় অঙ্ক ।
 নভেম্বর জুলায়ের প্রথম শনিবার
 ঘুরে ঘুরে আসে ফিরে প্রতিটি বরষ,
 সমবায়ী যারা তারা পালন যে করে
 জাতীয় আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস ।

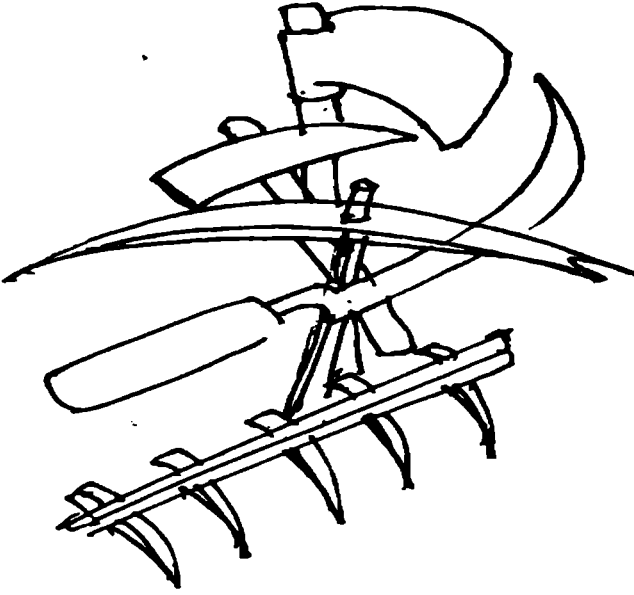


য

সমবায় সমিতিতে ষড়যন্ত্র হয়
অর্থ আর ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বিনিশ্চয় ।
ষড়মার্কা কিছু নেতা ব্যক্তি স্বার্থে লোভী
অন্য কেউ নেতা হোক বিরোধী সে খুবই ।
দলাদলি ও কোন্দলে ভাঙে সে সমিতি
ষাড়াষাড়ি কাজ তার আদর্শ দুর্নীতি ।
সমিতির টাকা মেরে উপরে দেয় ঘুষ-
পার পেয়ে যায় ঠিক রয়ে যায় দোষ ।
সামাজিক বঞ্চনার নষ্ট ঘোলা জলে
নিজেরাই ধরাপড়ি শোষণের জালে ।
কৃষকের ছেলে যদি কৃষি কাজ করি-
শিক্ষিত কৃষক হবো কৃষি যুগান্তরী ।
সমবায়ী চাষী হয় সবুজ বিপ্লবী
দুটি হাতে ভরে রয় শস্যের পল্লবী ।

সমবায় সেবা সংঘ মানবতা-ধারা
 সম্প্রীতিই শান্তি-স্বর্গ ধূলির ধরায় ।
 সমবায় সমমনা কর্মী সমাহার
 স্থানীয় সম্পদে চাই যথা ব্যবহার ।
 সমবায় সংগঠন সংহতি ও সখ্য
 সমিতির সমস্যার সমাধান লক্ষ্য ।
 সভাপতি সম্পাদক হাল আর পাল
 সভ্যগণ মাঝিমাল্লা, চাহিদাই-খাল ।
 সমবায় সামাজিক হাতিয়ার ঠিক
 মানবিক প্রযুক্তির লাগসই দিক ।
 সমবেত সঞ্চয়ই সমৃদ্ধি যে আনে
 পিপড়ে আর মৌমাছি ভালো করে জানে ।
 সাপ্তাহিক সভা কিংবা উঠান বৈঠকে
 সিদ্ধান্ত নিতে হবে আলাপের আলোকে ।
 নারী নরে সেতুবন্ধ সমবায়ে হয়
 পরস্পর সম্পূরক সভ্যরা নিশ্চয় ।
 সংবিধানে সমবায় দিয়েছে কে এনে?
 বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সকলেই জানে ।





৯

হস্তে জমা তহবিল কম থাকা শ্রেয়
কুক্ষিগত ক্ষমতায় হতে হয় হেয় ।
হালনাগাদ হিসাবাদি ঠিক থাকা চাই
হেতুহীন বিশ্বাসের কোন মূল্য নাই ।
ক্ষমতার ব্যবহারে ভুল হয়ে গেলে
হয়রানি শুধু বাড়ে অনাগত কালে ।
সমবায়ী কিছু নেতা পাখি পরিয়ায়ী
অলক্ষ্যে আখের গুছায় হলুদ সমবায়ী ।
ক্ষুধা দুঃখ দারিদ্রের করিতে নিপাত
উন্নয়নে নিত্য সুখী হাঘর হাভাত ।
আমানতে হারাহারি সুবিধা সবার
সমবায় ধ্রুপদী সাম্যের হাতিয়ার ।

সমবায় মূলনীতি

পৃথিবীর যত দেশ-মহাদেশ সবখানে সমবায়
অভাব ঠেকাতে হাতিয়ার রূপে ব্যাপক স্বীকৃতি পায় ।
দুইশ বছর পার হলো প্রায় সমবায় টিকে আছে,
দিনে দিনে তার বাড়ে ব্যবহার আরো মানুষের কাছে ।
সমবায় কেন এত দরকার ইতিহাস দেয় সাক্ষ্য,
ধনী-গরীবের তফাত ঘুচুক সমবায়ে তাই লক্ষ্য ।
অন্তত: এক শেয়ার ক্রয়ে আর্থিক অংশগ্রহণ-
তার মানে এই আরো এক নীতি হয় বাস্তবায়ন ।
বাদশাহী বল পুঁজিবাদ বল অথবা সোসালিজম-
সার্বজনীন আন্দোলন যে সমবায় একদম ।
ঠেলাঠেলি নাই কাড়াকাড়ি নাই অবাধ সভ্যপদ ,
স্বায়ত্ত্ব শাসনে স্ব-সরকার স্বাধীনতা সম্পদ ।
বুঝি ইন্টার কো-অপারেটিভ সম্পর্কের জোরে,
সব সমবায়ী এক পরিবারে বাঁধা যে পরস্পরে ।
আত্মকর্ম আয় বর্ধনে সমবায় ভাল পথ
জীবনের মান উন্নয়নেই পূর্ণ যে মনোরথ ।
হাত মাথা পা'র সমাহারে দেখি শরীরটা সমবায়,
ঘর-সংসার তা-ও সমবায় প্রজন্ম-একতায় ।
সভ্যগণের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রন- যে নীতি
শিক্ষা প্রশিক্ষণ তথ্য সামাজিক প্রতিশ্রুতি ।
সাত রঙ মিলে এক রঙ হয় ধবধবে তাহা সাদা,
সাদা যে শান্তি মহামানবতা ধারাজল-নয় কাদা ।
খোদ হকতা'লা সৃষ্টির হেতু- সে কথা বুঝাতে তবু,
কখনো কখনো 'আমরা-' বলেন শুদ্ধ আয়াতে প্রভু ।
এতে বুঝা যায় করুণা নিধির আদি মনোনীত যাঁরা-
অনুগত সে পাক পাঞ্জাতন তাঁহাতে আত্মহারা-
তাঁদের মহান জীবন-মরণ তাঁহাতেই নিবেদিত,
একের একতা গূঢ় সমবায় বহুতেই দেখি জ্ঞাত ।





লেখক পরিচিতি

হযরত শাহ্ জামাল (রহঃ) এর পুণ্যস্মৃতি এবং ব্রহ্মপুত্র-যমুনার পললধন্য জেলা জামালপুর। জেলাহু মেলান্দহ উপজেলার একটি গ্রাম বাদেপলাশতলা। বাংলার সনাতন সবুজ শ্যামল চেহারার এ গ্রামই আসাদুল্লাহর নিজ গ্রাম।

এলাকার পশ্চিম ঝাউগড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তার পড়ালেখা শুরু। ঝাউগড়া হাইস্কুল, জামালপুর সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ এবং সরিষাবাড়ি ডিগ্রী কলেজে তিনি পড়ালেখা করেন। অতঃপর বাংলা সাহিত্য নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন। আই ই আর থেকে ডিপইনএড করা হয়ে যায়। মুন্সিগঞ্জের রামপাল কলেজে তিনি বাংলার প্রভাষক ছিলেন। ১৯৯১ সালে বিসিএস (সমবায়) ক্যাডারে তিনি যোগ দেন। ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন-এর তিনি জীবন- সদস্য।

তার জন্ম তারিখ ৩১ জুলাই, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ। 'কণ্ঠশীলন' এবং 'অনুগ্রাস' কবিতা আন্দোলনে কিছুদিন যুক্ত ছিলেন আসাদুল্লাহ। তার প্রকাশিত ৪টি কাব্যগ্রন্থ- 'অনল শ্রোতের জলদায়ী', 'আমি একশতে এক', জন্ম আমার আজন্ম প্রেম' ও বেলা বারবেলা নেই। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বই: 'মুক্তির বিগব্যাং মার্চ '৭১' সম্পাদিত গ্রন্থ- শামসুর রাহমানঃ অনন্য নক্ষত্র। প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে - ছোটদের বড়দের সমবায়।



Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com